জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	i - ii
২.	জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি	১ - ৩
৪.	জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি প্রণয়ন কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহ	৪ - ৬

মুখবন্ধ

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতা রক্ষার মূল হাতিয়ার। অতীতের প্রজ্ঞাকে সমকালীন সমাজের কাছে উপস্থাপন, সমকালীন জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনাকে সমাজে সঞ্চারণ এবং সমকালীন জ্ঞান ও তথ্য সমষ্টিকে উত্তরকালের জন্য সংরক্ষণ করার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ঐতিহ্যগতভাবে এ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লব প্রসূত পারিপার্শ্বিকতায় কেবল গ্রন্থই গ্রন্থাগার সামগ্রীর তালিকায় সীমাবদ্ধ নয়, তথ্য প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় সৃষ্ট সমুদয় তথ্য উপাদানই আজ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণে উন্নত দেশসমূহে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করে তার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইউনেস্কো ১৯৪৯ সালেই সদস্য দেশসমূহকে গ্রন্থাগার আইন চালু করার আহ্বান জানায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য কোন আইন প্রবর্তিত হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ধরণের মৌলিক বিষয়গুলি সরকারের বিবেচনায় গুরুত্ব পায়। এ বিবেচনাতেই অনুভূত হয় যে দেশের সব ধরণের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রসমূহ পরিচালনা সংক্রান্ত একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। তারই ফলশ্রুতিতে গত ২৮-০৭-৯৭ তারিখে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে আয়োজিত একটি বই পড়া প্রতিযোগিতা ও বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের দেশের জন্য একটি উপযুক্ত গ্রন্থাগার নীতি প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুন এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৪-০৯-৯৭ তারিখের শাঃ৪/গগ্র-১৫৪/৯৭/২৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ (এগার) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় (পরিশিষ্ট-১)। কমিটি তাদের কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পেশাজীবী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে চারটি উপ-কমিটি গঠন করে (পরিশিষ্ট-২)। মূল কমিটি আটটি সভায় মিলিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সার্বিক অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা ও উপ-কমিটিসমূহের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতঃ ১৮-০২-৯৮ তারিখে তাদের প্রতিবেদন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পেশ করে।

প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার নীতির একটি খসড়া, জাতীয় গ্রন্থনীতির বাস্তবায়ন পর্যায় সম্পর্কে পর্যালোচনা ও সুপারিশ এবং প্রস্তাবিত গণগ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তিনটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বারটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর কাছ থেকে লিখিত মতামত চাওয়া হয়। প্রাপ্ত মতামতগুলো মন্ত্রণালয় থেকে কমিটির কাছে পাঠিয়ে উক্ত মতামতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে খসড়া জাতীয় গ্রন্থাগার নীতিমালা সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

কমিটি ২৭-০৪-২০০০ তারিখে একটি সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নীতি-১, নীতি-৩, নীতি-৪, নীতি-৫, নীতি-৬, নীতি-৭ এবং নীতি-১০ কিঞ্চিত সংশোধন করে। অন্যান্য নীতিগুলোর বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের

মতামতগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এগুলোর অধিকাংশ প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার নীতিসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত। সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ গৃহীত হলে এগুলোর বাস্তবায়ন পর্যায়ে গ্রন্থাগার নীতি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের বিজ্ঞ মতামত বিবেচনা করা এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রন্থাগার নীতিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা উচিত হবে বলে কমিটি অভিমত রাখে। সেভাবে কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার নীতিমালার একটি সংশোধিত রূপ দাঁড় করানো হয়। এর উপর গত ১৪-১১-২০০০ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কমিটির সদস্যবর্গসহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মতামতসহ প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদনের জন্য প্রেরণের পক্ষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তার পরিপেক্ষিতে খসড়া জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি সদয় বিবেচনার জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হলে ২৮ মে ২০০১/১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে কিঞ্চিত সংশোধন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি অনুমোদিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থাগারনীতি সংশোধন করা হয়েছে।

সৈয়দ আবদুর রব
সচিব।

জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। এ দেশের অন্যতম মূল সমস্যা জনসংখ্যার আধিক্য। শিক্ষিত না হলে বিপুল জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করাই হচ্ছে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার প্রসার ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে গ্রন্থাগার সভ্যতার বিকাশ, সর্বস্তরের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় এবং জনগণের জীবনব্যাপী স্ব-শিক্ষায় সহায়তা প্রদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অর্জিত শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, কুপমুন্ডকতা ও কুসংস্কারের বিপরীতে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ এবং মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রন্থাগারের এই সনাতন ও সার্বজনীন ভূমিকার সঙ্গে সাম্প্রতিককালে সর্বস্তরের ব্যবহারকারীদের সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের যোগানদানের দায়িত্বও যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থাগার পরিসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বর্তমান যুগকে বলা হচ্ছে তথ্য বিস্ফোরণের যুগ। তথ্য আজ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেও তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তথ্য সমৃদ্ধ করা। অপরদিকে তথ্য মানুষকে সাহসী ও উদ্যোগী করে, তথ্য সমৃদ্ধ মানুষ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাঙ্খিত ভূমিকা রাখার উপযোগী করে সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য একটি সুস্পস্ট নীতিমালা থাকার আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় বর্তমান সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমান সময় ও আগত ভবিষ্যতের চাহিদাকে সামনে রেখে এই নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। তবে সময়ের প্রয়োজনে বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে কিছুকাল পর পর এ নীতিমালা পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে।

নীতি-১ ঃ

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে আধুনিক উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা।

নীতি-২ ঃ

গণগ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ক্রমান্বয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা, যাতে যে কোন নাগরিক তার বাসস্থানের এক মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি গণগ্রন্থাগার বা তার একটি শাখা কিংবা একটি চলমান শাখা থেকে গ্রন্থাগার পরিসেবা পেতে পারেন। পাশাপাশি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু করা।

নীতি-৩ ঃ

পুস্তক ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারে সরকারী অনুদান নিশ্চিত করা এবং প্রাপ্ত অনুদানের সদ্ব্যবহার করা এবং এক্ষেত্রে বেসরকারী সহায়তাকে উৎসাহ যোগানো।

নীতি-৪ ঃ

গ্রন্থাগারে উন্নতমানের গ্রন্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা শিথিল করতঃ বিশেষ পণ্য হিসেবে দেশী বইকে প্রচলিত টেন্ডার বিধির বহির্ভূত রাখা।

নীতি-৫ ঃ

সুপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পুরস্কার প্রবর্তন ও অন্যান্যভাবে উৎসাহ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা।

নীতি-৬ ঃ

দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর পাঠভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আবশ্যিকভাবে গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করা।

নীতি-৭ ঃ

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়ন করা।

নীতি-৮ ঃ

পেশা ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারের সকল কারিগরি পদে আবশ্যিকভাবে পেশাজীবী নিয়োগ করা, তবে কোন পদ কারিগরি এবং কোন পদ কারিগরি নয় তা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

নীতি-৯ ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেশাদার গ্রন্থাগারিক থাকা অত্যাবশ্যক। তবে বাস্তব অবস্থার কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক নেই অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে সেইসব স্কুল ও অনুরূপ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীকে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐসব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা।

নীতি-১০ ঃ

মসজিদসংলগ্ন গ্রন্থাগারে যাতে ধর্মীয় বিষয়ক বই ছাড়াও জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পর্কিত বইপত্র সংরক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করা।

নীতি-১১ ঃ

মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন গ্রন্থাগারেও যাতে ধর্মীয় বই ছাড়াও জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পর্কিত বইপত্র সংরক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করা।

নীতি-১২ ঃ

দেশের যে সব গ্রন্থাগারে দুস্প্রাপ্য পান্ডুলিপির সংগ্রহ আছে সেসব স্থানে এগুলো সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং মাইক্রো ফিল্ম ও মাইক্রো ফিসের মাধ্যমে তা সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ভান্ডার ও সংরক্ষণাগার গড়ে তোলার বিষয় বিবেচনা করা।

নীতি-১৩ ঃ

পাঠভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উদ্যোগে যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলোকে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করা এবং সর্বস্তরে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং গণগ্রন্থাগার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

নীতি-১৪ ঃ

বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বিদ্যমান তথ্য সেল/গ্রন্থাগারগুলি শক্তিশালীকরণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ।

নীতি-১৫ ঃ

ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরীর প্রাথমিক পদক্ষেপরূপে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস (CAS) পদ্ধতি চালু করা এবং প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে সংগ্রহের পৃথক পৃথক হালনাগাদ তালিকা প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান করা, সেই সংগে নিয়মিতভাবে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির প্রকাশ নিশ্চিত করা।

নীতি-১৬ ঃ

রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিটরি বুকস হিসেবে বাধ্যতামূলক আট কপির বদলে তিন কপি বই জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

নীতি-১৭ ঃ

দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের স্ব-স্ব প্রথাগত সেবাদান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একটি জাতীয় ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে বিশ্ব ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে তথ্য সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।

নীতি-১৮ ঃ

উপযুক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার ও গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রবর্তন করা।

নীতি-১৯ ঃ

দেশের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারসমূহ তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের আইন/নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হবে। তবে এগুলির মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটা সমন্বয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

পরিশিষ্ট-১

মূল কমিটি ঃ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৪-৯-৯৭ তারিখের শাঃ ৪/গগ্ন-১৫৪/৯৭/২৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন-বলে অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুনকে সভাপতি করে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হয় ঃ

সভাপতি

১। অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুন,
অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

৩। পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

৪। পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

৫। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম,
উপ-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৬। প্রতিনিধি (শিক্ষা মন্ত্রণালয়),
(উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নহে)।

৭। চেয়ারম্যান, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৮। সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি।

৯। সৈয়দ ফজলুল হক, বি. এস. সি., সভাপতি,
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

১০। জনাব মফিদুল হক, স্বত্বাধিকারী,
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

১১। জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ।

কমিটির কার্যপরিধি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থার লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও এই সংক্রান্ত পরিসেবার ব্যাপ্তি নির্ধারণপূর্বক একটি উপযুক্ত গ্রন্থাগার নীতি প্রণয়ন ;

(২) জাতীয় গ্রন্থনীতি ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ;

(৩) গ্রন্থাগার আইনে খসড়া পরীক্ষা ; ও

(৪) এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

পরিশিষ্ট-২

উপ-কমিটিসমূহ ঃ

উপ-কমিটি-১ ঃ

আহ্বায়ক

১। জনাব আ. ফ. ম. বদিউর রহমান, ..
পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

সদস্যবৃন্দ

২। ডঃ ফজলুল আলম, ..
লাইব্রেরীয়ান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী।

৩। জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, ..
উপ-পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৪। কাজী আব্দুল মাজেদ, ..
লাইব্রেরীয়ান/সহকারী পরিচালক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর (কো-অপশনের মাধ্যমে)।

উপ-কমিটি-২ ঃ

আহ্বায়ক

১। জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, ..
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ।

সদস্যবৃন্দ

২। জনাব রশীদ হায়দার, ..
পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

৩। জনাব মফিদুল হক, ..
স্বত্বাধিকারী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

৪। জনাব শাহাবুদ্দিন খান, ..
উপ-পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
(কো-অপশনের মাধ্যমে)।

ড্রাফটিং উপ-কমিটি (উপ-কমিটি-৩) ঃ

আহ্বায়ক

১। জনাব মফিদুল হক, ..
স্বত্বাধিকারী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, ..
উপ-পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

৩। কাজী আব্দুল মাজেদ, ..
লাইব্রেরীয়ান/সহকারী পরিচালক গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

গ্রন্থাগার আইনের খসড়া পরীক্ষা/প্রণয়ন উপ-কমিটি (উপ-কমিটি-৪) ঃ

আহ্বায়ক

১। জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, ..
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ।

সদস্যবৃন্দ

২। জনাব মোঃ মজিবর রহমান, ..
উপ-সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। কাজী আব্দুল মাজেদ, ..
লাইব্রেরীয়ান/সহকারী পরিচালক গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

বাঃসঃমুঃ-২০০১/০২-৩৪৭৪কম-১—৩০০০ বই, ২০০১।